পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

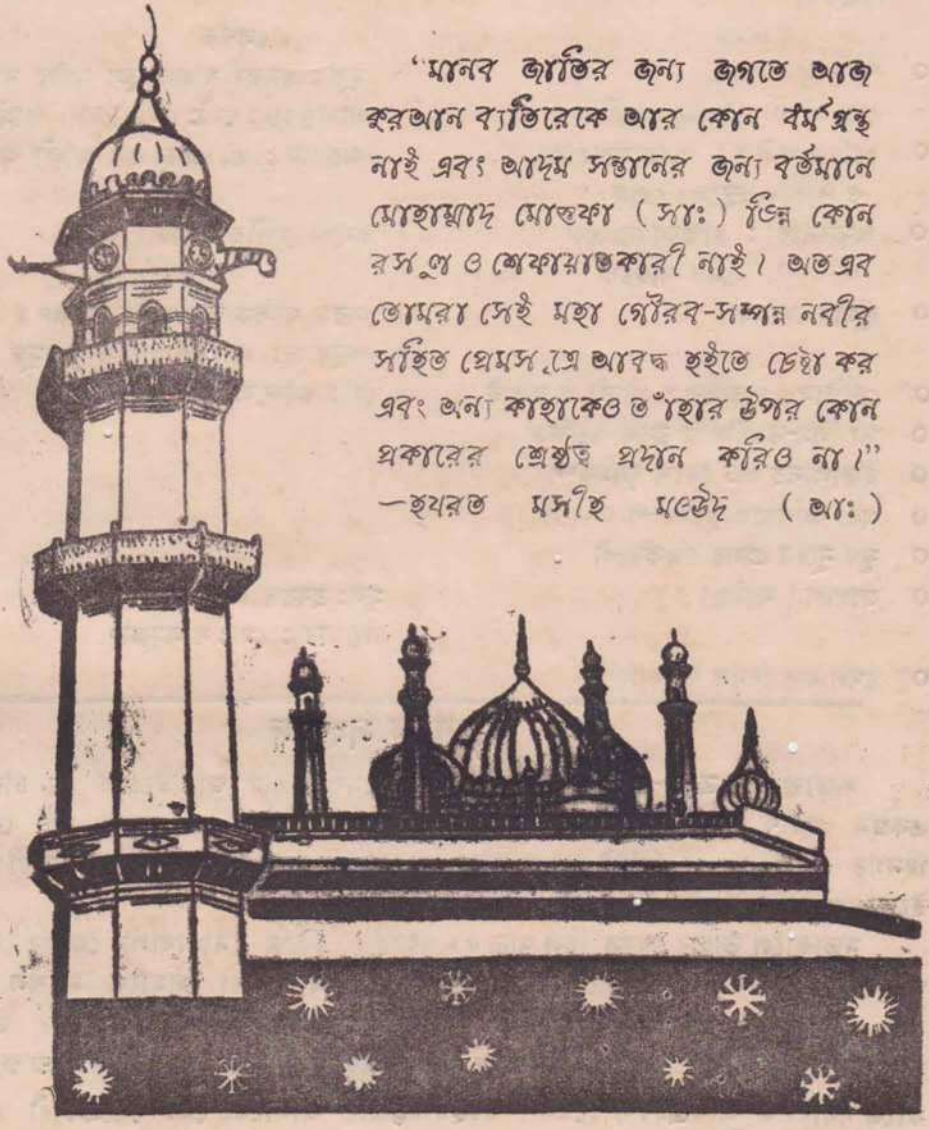

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩০শ বর্ষ : ২রা সংখ্যা

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩ বাংলা : ৩১ শে মে ১৯৭৬ ইং : ৩০ শে জমাদিউস সানী হিঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩০ শ বর্ষ
২রা সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ আল-কুরআন : সুরা আল-মাউনের তফসীর	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদঃ মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃআঃআঃ	১
০ হাদিস শরীফ : আল্লাহ্‌তায়ালা ও তাঁহার রসুলের প্রেম	অনুবাদ : এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার	৮
০ অমৃতবাণী : এস্তেকামত এবং নেক সাহচর্য	হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)	১০
০ জুমার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	১২
০ ছোটদের মাহফিল : পাদ্রী ও কসাই	চৌঃ আব্দুল মতিন	১৬
০ তা'লিম-তরবীয়তি ক্লাশ অনুষ্ঠিত		১৮
০ ইতালীসহ ৬টি দেশে ভূমিকম্প		২১
০ মধ্য এশিয়ায় ভূমিকম্প ও বন্যা		
০ যুগ নূহের প্রলয় সতর্কবাণী		২২
০ জাগরণ (কবিতা	মুলঃ হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মোঃ সলিমুল্লাহ্‌	২৩
০ খেলাফত দিবস উদ্‌যাপিত		২৪

শোক সংবাদ

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে আমরা এই দুঃখজনক সংবাদ জানাইতেছি যে, ঢাকা জামাতের একজন প্রবীণ আহ্‌মদী জনাব মোঃ নূর সৈয়দ সাহেব বিগত ২রা মার্চ রোজ রবিবার দিনগত রাত্রে ১২-১০ মিনিট সময় তাঁহার বাসভবনে আকস্মিক হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে.....রাজেউন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ৫০ বৎসর। তিনি নোয়াখালী জেলার কুটির হাটের অধিবাসী ছিলেন। ১৯৪৬ সনে তিনি বয়েত করিয়া আহ্‌মদীয়া জামাতে দাখিল হইয়াছিলেন এবং তখন হইতে সে অঞ্চলে একাকী শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আহ্‌মদীয়াতের উপরে দৃঢ়তার সহিত কায়েম থাকেন। তিনি সব সময় জামাতের নিয়োমিত চাঁদা এবং অন্যান্য সকল নেক কাজে যথারীতি অংশগ্রহণ করিতেন। মরহুম চট্টগ্রাম জামাতের জেঃ সেক্রেটারী মৌঃ নূরুদ্দীন সাহেবের ভগ্নিপতী।

তাঁহার নামাযে জানাযা আদায়ের পর তাঁহাকে গ্রামের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে দাপন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি এক স্ত্রী, পাঁচ পুত্র এবং দুই কন্যা রাখিয়া যান। আল্লাহ্‌তায়ালা মরহুমের মাগফেরাত করুন ও তাঁহার দারজাত বুলন্দ করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আপন রহমতে স্বান্তনা দিন ও তাহাদের সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ৩০শ বর্ষ : ২য়া সংখ্যা

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩ বাং : ৩১ শে মে, ১৯৭৬ ইং : ৩১ শে হিজরত, ১৩৫৫ হিজরী শামসী

তফসীরুল কুরআন

সুরা আল্-মাউন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মূল : হযরত মুসলেহ্ মওউদ খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ);

ভাবানুবাদ : মোহ্তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ।

(৫) دين ১ দীন শব্দের আর এক অর্থ হইল ধর্ম। ধর্মও মানুষকে উত্তম আখলাক শিক্ষা দিয়া থাকে, সে যে কোন ধর্মই হউক না কেন। ধর্ম নিজস্বভাবে মানুষকে অনেক পাপ হইতে বিরত রাখে। ইহার জন্য ধর্মের সত্য হওয়ার শর্ত নাই। প্রত্যেক ধর্মই মানুষকে পাপ বর্জন করিতে বলে।

অনেকে বলিয়া থাকে যে আপোসে লড়াই ঝগড়া ও ফেতনা ফসাদের জন্য ধর্মই প্রধানতঃ দায়ী। কিন্তু এ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, লড়াই ঝগড়া ধর্মের জন্য হয় না, বরং ধর্মীয় শিক্ষার উপর আমলের অভাবের জন্য হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শিখ ধর্মকে দেখ। ইহার বুনিয়াদ গুরু নানকের শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার শিক্ষা ছিল, শান্তির সহিত বাস কর, মানুষের প্রতি দয়া কর এবং ফেতনা ফসাদে অংশ গ্রহণ করিও না। হিন্দু ধর্মের শিক্ষাও অনুরূপ। মানুষ যে কোন ধর্মের অনুসারী হউক না কেন, নিজ ধর্মের শিক্ষাকে উপেক্ষা করার পর সে ফেতনা ফসাদে নামিতে পারে। কিন্তু এক সময় আসিবে, যখন সে বুঝিবে যে, সে ভুল করিয়াছে। তাহার ঐরূপ করা উচিত হয় নাই। খ্রীষ্টানগণ দুনিয়ায় কত অত্যাচার চালাইয়াছে। পাঁচশত বৎসর ধরিয়া

তাহারা দুনিয়াকে এরূপ গোলামীর বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে যে, উহার নজীর দুনিয়ার ইতিহাসে নাই। অথচ ইঞ্জিলে লিখা আছে যে, যদি কেহ তোমার এক গালে চড় মারে, তাহা হইলে তাহার দিকে তোমার অপর গালও আগাইয়া দাও। যদি কেহ তোমাকে এক মাইল বেগার লইয়া যায়, তাহা হইলে তুমি তাহার সহিত দুই মাইল যাও। সুতরাং কোন খৃষ্টান যতই যুলুম করুক, যখন সে বাইবেল পড়িবে, তখন নিশ্চয় তাহার মনে দয়ার উদ্রেক হইবে এবং সে উপলব্ধি করিবে যে, মানুষের উপর যুলুম করা উচিত নহে। হিন্দু ধর্মের দিকে তাকাইয়া দেখ। উহার মধ্যেও উত্তম আখলাকী শিক্ষা আছে। বেদের মধ্যে অনেক মন্দ কথা প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিলেও, উহার মধ্যে অনেক ভাল কথা আছে। মোটকথা তওরাত, ইঞ্জিল, জেন্দাবেস্তা ইত্যাদি সব ধর্ম পুস্তকের একই অবস্থা। পক্ষান্তরে কোন ধর্ম, খোদাতায়ালার তরফ হইতে হউক বা না হউক, সুশিক্ষা ছাড়া প্রসার লাভ করিতে পারে না। এমন কোন ধর্ম কি আছে, যাহা এই শিক্ষা দেয় যে, প্রবঞ্চনা কর, অবিচার কর? হিন্দুদের মধ্যে দাম মার্গবাদী এক দল আছে, যাহারা ব্যভিচারকে সিদ্ধ বলিয়া মানে। কিন্তু ইহা ধর্মীয় আদেশ নহে। ইহা এক দর্শন। আল্লাহ্‌র কেতাবে ইহার হাওয়ালা নাই। ইহা তাহাদের মনগড়া দর্শন। সত্য ধর্ম উহাই, যাহার সম্বন্ধে কোন দাবীদার বলে যে আল্লাহ্ আমাকে এইরূপ বলিয়াছেন। দুনিয়ায় এমন কোন আল্লাহ্‌র কেতাব নাই, যাহা মানুষকে মন্দ কাজ করিতে শিক্ষা দেয়। কোন ধর্ম এইরূপ হইতেই পারে না। কারণ তাহা হইলে উহা গৃহীত হইবে না। ধর্ম সকল সময় যুগের গতি-স্রোতের উল্টা দিকে আগে বাড়ে। যখন ধর্মের কাজ ইহা যে, চলতি স্রোতের বিপরীত শিক্ষা দেয়, তখন উহা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ শিক্ষা দিয়া কিরূপে প্রসার লাভ করিতে পারে? সামাজিক প্রথা ও কদাচার সমূহ পূর্ব হইতেই উহার বিরোধী হইয়া থাকে। ইহার উপর যদি আবার প্রকৃতিও উহার বিরোধী হয়, তাহা হইলে উহাকে মানিবে কে? সামাজিক প্রথা ও কদাচার নিশ্চয় সত্য ধর্মের শক্ত বিরোধীতা করিয়া থাকে, কিন্তু যেহেতু সত্য ধর্ম প্রকৃতি ও যুক্তি সম্মত হইয়া থাকে, সেই জন্য পরিণামে উহা জয়যুক্ত হয়। কারণ প্রকৃতি এবং যুক্তি প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে ক্রিয়া করিয়া তাহাকে সত্য ধর্মের অনুরাগী করিয়া সামাজিকতার বিদ্রোহী করিয়া তুলে।

একদা এক ব্যক্তি আমার নিকট বাহাই ধর্মের একটি পুস্তক পাঠাইয়া লিখে যে, এই পুস্তক পড়িয়া দেখুন বাহাই ধর্মের শিক্ষা কত উৎকৃষ্ট। উহা এই শিক্ষা দেয় যে, সত্য বল, স্ত্রীগণকে শিক্ষা দাও, যুলুম করিও না, অন্যায় বর্জন কর ইত্যাদি। এইরূপ শিক্ষা কি মিথ্যা হইতে পারে? আমি তাহাকে উত্তরে লিখিলাম যে, শিক্ষাগুলি ভাল, তাহাতে

কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনার সিদ্ধান্তের সহিত আমি একমত নহি। দুনিয়ার যত বড় বড় ধর্ম যথা, ইসলাম, খ্রীষ্ট ধর্ম, ইহুদী ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, জরথুস্ত ধর্ম ইত্যাদির মধ্য হইতে আমাকে হাওয়ালা বাহির করিয়া দেখান যে, কোন ধর্ম এই শিক্ষা দিয়াছে যে, মিথ্যা বল, সত্য বলিও না, প্রবঞ্চনা কর, সততা পরিহার কর, ন্যায় বিচার করিও না, স্ত্রীলোকের হক দিওনা, ইত্যাদি। উল্লিখিত ধর্ম সমূহে যদি এইরূপ প্রকৃতি বিরোধী শিক্ষা থাকে, তাহা হইলে আমি অবশ্যই মানিব যে, বাহাই ধর্ম সর্বাপেক্ষা উচ্চাঙ্গের শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু সকল ধর্মে যদি এই সব শিক্ষা দেওয়া থাকে, তাহা হইলে বাহাই ধর্মের বৈশিষ্ট কি? ইহা প্রকৃতি-সম্মত শিক্ষা, যাহা প্রত্যেক ধর্মকে পেশ করিতে হয়, নচেৎ প্রকৃতি বিরোধী শিক্ষা দিয়া কোন ধর্ম সাফল্য মণ্ডিত হইতে পারে না। সেই জন্য যে কোন ধর্মকে দেখ, উহা সত্য হউক বা মিথ্যা, উহা নিশ্চয় মানুষের জীবন যাত্রায় কতকগুলি নৈতিক বিধি নিষেধের বেড়া দিয়া রাখিয়াছে। এই জন্যই কুরআন মজিদ আহলে কেতাবের মেয়েদেরকে বিবাহ করা জায়েয রাখিয়াছে, কিন্তু আহলে কেতাবের পুরুষের সহিত আমাদের মেয়ের বিবাহ জায়েয রাখে নাই। অনুরূপভাবে আহলে কেতাবের লোকদের দ্বারা যবেহ্ করা জীবের গোস্ত খাওয়া জায়েয রাখিয়াছে, কিন্তু যাহারা আহলে কেতাব নহে, তাহাদের যবেহ করা জীবের গোস্ত খাওয়া জায়েয রাখে নাই। কারণ প্রত্যেক ধর্মের অনুসারী স্ত্রীলোক যত দুর্বল হউক, ধর্মের সীমা রেখায় বিশ্বাসী হওয়ার দরুন, সে বাঁধন মানিবে, কিন্তু যে ধর্ম মানে না এবং আল্লাহতায়ালা কখনও কোন কেতাব নাযেল করিয়াছেন, ইহাতে বিশ্বাসী নহে, সে সকল বাঁধন কাটাইয়া কল্পনাতীত কার্য করিতে পারে। যে কোন ধর্মের স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমরা তাহার সীমা-রেখা জানি এবং সে কতদূর যাইতে পারে, তাহাও আমাদের জানা আছে, কিন্তু এক ধর্মহীনা স্ত্রীর সম্বন্ধে আমরা কোন আন্দাজ করিতে পারি না, কারণ জীবন যাত্রার সম্বন্ধে কোথাও কোন বিধি নিষেধের শিক্ষা তাহাকে দেওয়া হয় নাই। সে বল্গাহীনা। পক্ষান্তরে, যে কোন ধর্মে বিশ্বাসী স্ত্রীলোকের মনে প্রকৃতি-সম্মত কতগুলি ধর্মীয় শিক্ষার বলগা লাগানো আছে। তাহাকে নিয়ন্ত্রণে আনা সহজ।

অনুরূপভাবে আহলে কেতাবের দ্বারা যবেহ্ করা জীবের মাংস খাওয়া জায়েয। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে এক ইহুদী রমণী দাওত দিয়াছিল এবং তিনি তাহা কবুল করিয়াছিলেন। ইহা পৃথক কথা যে, ইহুদী রমণী গোস্তে বিষ মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল। ইহা তাহার ব্যক্তিগত কাজ ছিল। ইহুদী ধর্ম এ শিক্ষা দেয় না যে, কাহারও খাদ্যে বিষ

মিশাইয়া দাও। সুতরাং জীবন পথে চলিতে আমাদের সম্মুখে অন্ততঃ এমন কিছু বুনিয়াদ থাকা চাই, যাহাতে আমরা নিজদিগকে নিরাপদ মনে করিতে পারি। সেই বুনিয়াদ ধর্ম ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই।

আল্লাহ্তায়ালা তাই বলিয়াছেন, ارئيت الذى يكذب بالدين অর্থাৎ তোমরা যদি দুনিয়ার অবস্থার পর্যালোচনা কর, তাহা হইলে দেখিবে যে, ধর্ম সত্য হউক বা মিথ্যা, মানুষকে বহু অন্যায় হইতে রুখিয়া রাখিয়াছে এবং ধর্ম যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উহা অপেক্ষা উত্তম কি হইতে পারে! উহা মানুষকে সর্বপ্রকার গ্লানি ও অপবিত্রতা হইতে বাঁচাইবে। মিথ্যা ধর্মও মানুষকে অনেক মন্দ কাজ হইতে বাঁচায়, কারণ উহার মধ্যে অনেক নৈতিক শিক্ষা থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ধর্ম মানে না, সে হরেক রকম অপকর্মে অবাধে লিপ্ত হইবে। পক্ষান্তরে যে ধর্ম মানে, সে অন্যায় করিলেও, তাহার মনে এ কথা জাগিবে যে, সে ধর্মের শিক্ষার বিরুদ্ধে চলিতেছে এবং সে অন্যায় করিতেছে। এইরূপ ব্যক্তি অপরাধ করিলেও এক সীমার মধ্যে থাকিবে। যে কোন ধর্মের অনুসারী, সে তাহার ধর্মে যত বেশী মজবুত, সে অন্যায় হইতে তত বেশী দূরে থাকে এবং যে ব্যক্তি ধর্মে যত বেশী শিথিল ও আস্থাহীন সে তত বেশী অন্যায়ে লিপ্ত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন ধর্মকে মানে না, সে অন্যায়ের কথা দূরে যাউক, কোন ভুল করিলেও বলিবে সে ঠিক করিয়াছে। অন্যায়কে জায়েয জানা বড়ই বিপজ্জনক কথা।

(৬) دين দ্বীনের ষষ্ঠ অর্থ হইল আল্লাহ্র এবাদত। এই অর্থে ارئيت الذى يكذب بالدين আয়াতের অর্থ হইবে, "আমাকে বল, ঐ ব্যক্তির অবস্থা কি, যে আল্লাহ্র এবাদতের অস্বীকারকারী?"

আল্লাহ্র এবাদত মানুষকে বড় বড় নেকীর দিকে লইয়া যায়। এবাদত সত্যিকার হউক বা মিথ্যা, উভয় ক্ষেত্রেই মানুষকে পাপ হইতে বিরত রাখে। ইহা জরুরী নহে যে, সত্য ধর্ম নির্দেশিত এবাদতই মানুষকে পাপ হইতে বিরত রাখে। বরং হিন্দু, খ্রীষ্টান, ইহুদী, জরথুস্ত সকল ধর্ম নির্দেশিত আল্লাহ্র এবাদত মানুষকে পাপ হইতে নিরস্ত করে। একজন খৃষ্টান যখন দোওয়া করে, তখন সে বলে, "হে খোদা। তুমি আমার অদ্যকার উপজীবিকা দাও। হে খোদা! আসমানে যেরূপ তোমার বাদশাহাত প্রতিষ্ঠিত আছে, যমীনেও উহা নামিয়া আসুক।" এই কথাগুলি অন্ততঃ মানুষের মনে ভীতির সৃষ্টি করে। এক অত্যাচারী খৃষ্টান বাদশাহ, যে যুলুমের সহিত রাজ্য শাসন করে, সে দিনের মধ্যে যদি একবারও খোদাতায়ালার সমক্ষে খাড়া হইয়া উক্ত প্রকার দোওয়া করে, তাহা হইলে তাহার মনেও

বিনয়ের সৃষ্টি হইবে এবং সে বুঝিবে যে কাহারও সম্মুখে তাহাকেও হাত পাতিতে হয়। এই ধারণা তাহাকে নেকীর দিকে লইয়া যাইবে। মোট কথা আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদত মানুষের মধ্য হইতে বড় বড় পাপ দূরীভূত করিয়া থাকে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন: ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر অর্থাৎ "নামায মানুষকে ফাহেশ (মন্দ কাজ যাহা অন্যে দেখে না) এবং মুনকার (অপছন্দনীয়) কাজ হইতে রক্ষা করে। এই আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন أرئيت الذى يكذب بالدين অর্থাৎ "আমাকে বল সেই ব্যক্তিকে, যে আল্লাহ্‌র এবাদতের অস্বীকারকারী? যদি কেহ এইরূপ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে বিভিন্ন দোষে দুষ্ট দেখিবে এবং এতীমগণের উপর অত্যাচারকারী পাইবে। তাহারা দরিদ্রগণের হক আদায় করে না। তাহারা লোকের কথায় হাঁ-এ হাঁ মিলায় এবং তাহাদিগকে মুনাফেক পাইবে।" উপরে উদ্ধৃত দুইটি আয়াতে একই মজমুন বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম আয়াতে বলা হইয়াছে যে, নামায মানুষকে ফাহেশ ও মুনকার কাজ হইতে রক্ষা করে এবং দ্বিতীয় আয়াতে বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি নামাযের অস্বীকারকারী সে মন্দ কাজে লিপ্ত থাকিবে।

আল্লাহ্‌র এবাদত কি এবং নেকী কাহাকে বলে, এই বিষয় লইয়া ইউরোপে বড় বড় বাহাস হইয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় দার্শনিকগণ এই বিষয়ে বহু বড় বড় পুস্তক লিখিয়া অনেক যুক্তি তর্কের অবতারনা করিয়া পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে যে, যদ্দারা বেশীর ভাগ মানুষের উপকার হয় উহাই নেকী। তাহারা নেকীর যত প্রকার সংজ্ঞা দিয়াছে, সবগুলির উপর কোন না কোন আপত্তি উঠে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন তাহাদের নেকীর সম্বন্ধে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কথা। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, যদ্দারা বেশীর ভাগ লোক উপকৃত হয়, উহাই নেকী, তাহা হইলে ইহা বিশ্লেষণ করিলে এই কথা দাঁড়াইবে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের সংখ্যালঘু লোকদের লুটিবার ফয়সালাকে নেকী বলে। ইহা কি জায়েয হইবে? কখনই না। ইহা সংখ্যালঘুদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের যুলুম হইবে। মোট কথা ইউরোপীয়গণ পুণ্যের যত প্রকার সংজ্ঞা দিয়াছে, সবগুলি ভ্রান্ত। পুণ্যের মাত্র একটি সংজ্ঞা আছে, যাহা সঠিক। মোট পবিত্র কুরআন হইতে দেখা যায় যে, আল্লাহতায়ালার গুণাবলীকে নিজের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করার নাম নেকী। যে ব্যক্তি খোদাতায়ালাকে মানে না, আমাদের প্রথম কাজ হইবে তাহাকে ইহা মানানো। যখন সে খোদাতায়ালাকে মানিবে, তখন সে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে যে, তাঁহার সত্তা পূর্ণ এবং তিনি ত্রুটিশূন্য ও পবিত্র। তখন সে

ইহা উপলব্ধি করিবে যে, তাঁহার গুণাবলীকে নিজের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করাই নেকী এবং তখন সে নিজে তাঁহার প্রতিচ্ছায়া হইয়া যাইবে। যখন কোন ব্যক্তি খোদাতায়ালার গুণাবলীর প্রতিবিম্ব হইয়া যান, তখন তিনি সারা বিশ্বের কল্যাণকারী হন এবং তখন তাঁহার দয়া বন্ধু এবং শত্রু নির্বিশেষে সকলের উপর ছাইয়া যাইবে। কারণ খোদার নিকট সকলেই তাঁহার বান্দা। আবু জেহেলও যেমন খোদার বান্দা, হযরত মোহাম্মদ রসুল (সাঃ)-ও তেমনি তাঁহার বান্দা। ইউনুস নবী (আঃ)-এর ঘটনায় আমরা কি দেখি? আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, নিনেভ শহরের অধিবাসীগণকে ৪০ দিনের মধ্যে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে তিনি সেই শহর ছাড়িয়া জঙ্গলে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং আল্লাহর আযাবের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। চল্লিশ দিন পরে যখন নিনেভের কোন এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তখন তিনি তাঁহার নিকট নিনেভের অবস্থা কি জানিতে চাহিলেন। তখন সেই ব্যক্তি জানাইল যে, নিনেভের অধিবাসীগণ নিরাপদে এবং সুখ শান্তিতে আছে। তখন ইউনুস (আঃ) ভাবিলেন যে, এখন যদি তিনি তাহাদের মধ্যে ফিরিয়া যান, তাহা হইলে, তাহাদের নিকট তাঁহাকে লজ্জিত হইতে হইবে। সুতরাং তিনি অন্য দেশের উদ্দেশ্যে জাহাজে চড়িয়া জলযাত্রা করিলেন। পথে তুফান আসিল। তখনকার দিনে লোকদের ধারণা ছিল যে, কোন গোলাম তাহার প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া জাহাজে চড়িয়া ভাগিতে চেষ্টা করিলে পথে তুফানে ধরে। তখন লোকে জাহাজে এইরূপ পলাতকের অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিয়া দিত এবং তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, ইহাতে তুফান থামিয়া যাইবে। তদনুযায়ী হযরত ইউনুস (আঃ) জাহাজের আরোহীগণকে বলিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রভু (খোদা) হইতে পলাতক দাস, সুতরাং তাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হউক। তাঁহার সৌম্য মূর্তি দেখিয়া লোকে তাঁহাকে কৃতদাস বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিল না। কিন্তু তাঁহার বারম্বার বলায়, লোকে তাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া দিল। অমনি এক বড় মাছ আসিয়া তাঁহাকে গিলিয়া ফেলিল এবং তিন দিন পরে তাঁহাকে সমুদ্র কিনারায় জীবিত অবস্থায় উদগীর্ণ করিয়া দিল।

এইরূপভাবে জীবিত থাকা কোন অসম্ভব ব্যাপার নহে। আমাদের এই যুগে আমেরিকা এবং ব্রিটেনে এইরূপ ঘটনার অনেক রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রিটেনের উত্তর সাগরে যে ব্যক্তিকে মাছে গিলিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাকে উহা সাত দিন পরে তীরে

জীবিত উদগীর্ণ করিয়া দেয়। তাহার দেহ একেবারে সাদা ও একান্ত দুর্বল হইয়া যায়। সে জীবিত থাকে। যাহা হউক হযরত ইউনুস (আঃ)-ও মাছের পেটে থাকার কারণে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া যান। যেখানে তিনি নিক্ষিপ্ত হন, সেখানে একটি কুমড়া গাছ ছিল। তিনি ঐ গাছের পাতার ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করেন। রাত্রির বেলা আল্লাহতায়ালার নিয়ন্ত্রণে একটি পোকা ঐ গাছের শিকড় কাটিয়া দেয়। সকালে গাছটি পোকার দ্বারা কাটা দেখিয়া হযরত ইউনুস (আঃ) ঐ পোকাটিকে অভিশাপ দিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার উপর আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে ইলহাম হইল, "হে ইউনুস! তুমি কি এই গাছটি উৎপন্ন করিয়াছিলে?" তিনি বলিলেন, 'না।" আল্লাহতায়ালা বলিলেন, "হে ইউনুস! এ গাছ তুমি উৎপন্ন কর নাই। মাত্র কিছু সময় তুমি ইহার দ্বারা উপকার পাইয়াছ। ইহাতেই যখন পোকা ইহাকে কাটিয়া ফেলিল, তখন তুমি পোকার উপর অভিশাপ দিতে লগিলে। অতি অল্প সময়ের সাহচর্যে এই গাছের জন্য যদি তোমার এতখানি দরদ জাগে, তাহা হইলে নিনেভের অধিবাসীগণ কি আমার অনেক দিনের বান্দা নহে? অপরাধী হইলেও তাহারা কি আমার বান্দা নহে? যখন তাহারা অনুতাপ করিল, তখন তুমি কিভাবে আশা করিতে পার যে, আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিই?" আমাদের খোদা এইরূপ, যিনি কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না। তিনি দল বা শক্তির সমর্থন করেন না। তিনি শুধু দয়া করিতে আগ্রহী। সেই জন্য যখন কোন বান্দা তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। অবশ্য তওবা সত্যকার হওয়া চাই। কুরআন মজিদে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء অর্থাৎ "আমার বাদশাহাতের বৈশিষ্ট এই যে, আমি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কেও রিয্‌ক দিই এবং আবু জেহেলকেও দিই।" বস্তুতঃ যখন আকাশে আল্লাহতায়ালার সূর্যের উদয় হয়, তখন মোমেন যেরূপ উহা হইতে উপকার লাভ করে, কাফেরও উহা হইতে অনুরূপ উপকার লাভ করে। তিনি এমন এক সত্তা, যাঁহাকে কেহ অনুকরণ করিলে, আমরা তাঁহার সম্বন্ধে এ কথা বলিতে পারি না যে, তিনি ভুল করিতেছেন। সুতরাং আল্লাহতায়ালার এবাদত বলিতে শুধু রুকু ও সেজদাকে বুঝাইবে না, বরং সম্মুখে এক মহান আদর্শকে রাখিয়া এবাদত করাকে বুঝাইবে। যিনি এই নমুনার জীবন যাপন করেন, তাঁহার জীবন মহান। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, যিনি খোদাকে নিজের নমুনা করেন, তিনি মানব-শ্রেষ্ঠ। (ক্রমশঃ)

আহ্‌মদী

৩১ই মে —১৯৭৬ ইং

হাদিস শরীফ

আল্লাহতায়ালা ও তাঁহার রসুলের প্রেম এবং তাঁহাদের জন্য সব কিছু কুরবান করিতে প্রস্তুত থাকা

(১)

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন যে, হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহে ও আলেহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করিতেন :

"হে আল্লাহ্, আমি তোমার আজ্ঞানুবর্তিতা করি, তোমার উপর ইমান আনি, তোমার উপর নির্ভর করি, তোমার দিকে নত হই, তোমার সাহায্যে শত্রুর মুকাবিলা করি। হে আমার আল্লাহ্, আমি তোমার ইজ্জতের পানাহ্ (আশ্রয়) চাই। তুমি ছাড়া কোন মাবুদ (উপাস্য ও আরাধ্য) নাই। তুমি আমাকে বিপথগামীতা হইতে রক্ষা কর। তুমি জীবিত, তুমি ছাড়া কাহারও স্থায়ীত্ব নাই। মানব-দানব সকলেই লয়শীল।" (মুস্লিম)

(২)

হযরত আবুজর (রাঃ) বর্ণনা করিতেছেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্তায়ালা হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্তায়ালা বলেন : হে আমার বান্দাগণ, আমি আমার সত্তায় জুলুম হারাম করিয়াছি। তোমরা সকলেই পথ-ভ্রান্ত, শুধু তাহাদের ছাড়া, যাহাদিগকে আমি সঠিক পথ প্রদর্শন করি। অতএব, আমার নিকট 'হেদায়েত' (সঠিক ধর্ম পথ) চাও, আমি তোমাদিগকে সঠিক পথ প্রদর্শন করিব। হে আমার বান্দাগণ, তোমরা সকলেই বুভুক্ষু। অতএব, আমারই নিকট রিজিক চাও। আমি তোমাদিগকে রিজিক দিব। হে আমার বান্দাগণ, তোমরা সকলেই নগ্ন, সে ছাড়া যাহাকে আমি পোষাক পরাই। অতএব, আমার নিকট পোষাক চাও। হে আমার বান্দাগণ, তোমরা দিবা রাত্রি ভুল করিলেও আমি তোমাদের গুনাহ্ ক্ষমা করিতে পারি। অতএব, আমার নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিব। হে আমার বান্দাগণ, তোমরা যেহেতু আমার কোনও ক্ষতি সাধন করিতে পার না, সেহেতু আমার ক্ষতি সাধনের সংকল্প গ্রহণ করিও না। তোমরা আমার কোন উপকার সাধানও করিতে পার না, সুতরাং আমার ইষ্ট সাধনের কথাও ভাবিও না। হে আমার বান্দাগণ, যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরপর্তী জ্বিন ও ইন্স সকলেই প্রথম শ্রেণীর মুত্তাকী ও পরহেজগার হইয়া যায় এবং ঐ ব্যক্তির ন্যায় হইয়া পড়ে, যে তোমাদের মধ্যে সব চেয়ে অধিক তাক্ওয়া রাখে, তবে তোমাদের এইরূপ হওয়াও আমার বাদশাহাত ও রাজত্বে অণু পরিমানও বৃদ্ধি দান করিতে পারে না।

হে আমার বান্দাগণ, যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব জ্বীন ও ইনস্ তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বদকার ও পাপাচারী ব্যক্তির হৃদয়ের ছাঁচে গড়িয়া যায়, তবু আমার রাজত্বে কোন কিছুরই অভাব ঘটাইতে পারিবে না। হে আমার বান্দাগণ, যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব জ্বীন ও ইন্‌স এক মাঠে সমবেত হয় এবং আমার নিকট তাহাদের সব প্রয়োজনের সরবরাহ চাহে এবং সকলেরই অভাব আমি পূর্ণ করি, তবু আমার ভাণ্ডার সমূহ এতটুকু হ্রাস পাইতে পারে না, যতটুকু নাকি সমুদ্রে সূচ নিক্ষেপ করিয়া উহাকে বাহির করিলে সমুদ্রের পানিতে অভাব ঘটিতে পারে। হে আমার বান্দাগণ এই তোমাদের কর্ম (আমল) যাহা আমি খতিয়ান করিয়াছি। আমি তোমাদিগকে ঐ গুলির পুরাপুরি প্রতিদান দিব। যাহার ফল ভাল হয়, সে আল্লাহ্‌তায়ালার শোকর আদায় করিবে এবং যে ব্যক্তি ইহা ছাড়া অন্য কিছু পায়, অর্থাৎ ব্যর্থকাম হয়, তবে সে এই বলিয়া নিজেকেই ভর্ৎসনা করিবে যে, উহা তাহারই কর্ম-ফল।" (মুস্লিম)

(৩)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করিতেছেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, তিনটি বিষয় যাহার মধ্যে থাকে, সে-ই ইমানের সুস্বাদ অনুভব করিবে। প্রথম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুল অন্য সব চেয়ে তাহার প্রিয় হইয়া পড়েন। দ্বিতীয়, সে শুধু আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য কাহাকেও ভালবাসে। তৃতীয়, সে আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যে কুফর হইতে বাহিরে আসিবার পর আবার কুফরে প্রত্যাগমন তেমনই অপ্রিয় মনে করে, যেমন নাকি সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপ্রিয় জ্ঞান করে। (বোখারী)

(৪)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করিতেছেন : এক বেদুইন আরব আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, "কিয়ামত কখন হইবে?" আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, "তুমি উহার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়াছ?" বেদুইন বলিল, "শুধু আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুল (সাঃ)-এর সঙ্গে প্রেম।" আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, "তবে তুমি তাঁহার সঙ্গ লাভ করিবে, যাঁহার সহিত প্রেম তোমার আছে।" আর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে : সেই বেদুইন বলিল, আমি নামায, রোজা, এবং সাদকার দ্বারা ত কিয়ামতের কোনও প্রস্তুতি করি নাই। অবশ্য, আমি আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের প্রতি প্রেম রাখি।" (বোখারী)

(হাদিকাতুস সালেহীন পুস্তকের ধারাবাহিক অনুবাদ) : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর

অমৃত বানী

এস্তেকামত এবং নেক সাহচর্য

ষষ্ঠ উপায় জীবনের মূল উদ্দেশ্য লাভের জন্য এস্তেকামতের উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ, এই পথে শ্রান্ত, অক্ষম ও ক্লান্ত হইবে না এবং পরীক্ষাকে ভয় করিবে না। যেমন, আল্লাহতায়ালা বলেন :

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملئكة الا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التى كنتم توعدون ٥ نحن اولياؤكم فى الحيوة الدنيا وفى الاخرة - (حم سجدة : ٣١-٣٢)

অর্থাৎ, "যাহারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ্ এবং সব মিথ্যা খোদা হইতে পৃথক হইয়া এস্তেকামত অবলম্বন করে, অর্থাৎ নানা প্রকার পরীক্ষায় ও বিপদে অবিচল থাকে, তাহাদের উপর ফেরেশ্তাগণ অবতীর্ণ হয় (এই বাণী লইয়া) যে : 'তোমরা ভয় করিবে না এবং চিন্তাযুক্ত হইবে না। বরং আনন্দে উৎফুল্ল হও যে, তোমরা সেই পুলকের উত্তরাধিকারী হইয়াছ, যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। আমরা ইহলোকের জীবনে এবং পরলোকেও তোমাদের বন্ধু।" এখানে এই কথাগুলিতে এই রহিয়াছে যে, এস্তেকামতের দ্বারা খোদার সন্তুষ্টি লাভ হয়। সত্য কথা, এস্তেকামত কেরামত হইতে বড়। পূর্ণ এস্তেকামত এই যে, চতুর্দিক হইতে বিপদ-আপদে অভিভূত হইয়া এবং খোদার পথে ধন, প্রাণ ও মানসম্ভ্রমকে বিপদগ্রস্ত পাইয়া, সান্ত্বনার কোন কিছু না দেখিয়া, এমন কি পরীক্ষার্থে খোদাতায়ালার পক্ষ হইতেও সান্ত্বনাদানকারী কাশ্ফ, স্বপ্ন বা এলহাম বন্ধ হইয়া ভীষণ ভয়ের অবস্থায় পড়িয়াও কাপুরুষতা দেখাইবে না, ভীরু লোকের ন্যায় পিছনে হটিবে না এবং বিশ্বস্ততার মধ্যে কোন ত্রুটি ঘটিতে দিবে না। সত্যতা, নিষ্ঠা ও ধৈর্যে কোন বিচ্যুতি স্পর্শিতে দিবে না, অবমাননায় আনন্দিত হইবে, মৃত্যুতে সন্তুষ্ট থাকিবে এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য কোন বন্ধুর অপেক্ষা করিবে না যে, সে সাহায্য করিবে। তখন খোদার নিকট সুসংবাদও চাহিবে না যে, সময় সংকটাপন্ন হইয়াছে। সম্পূর্ণ একাকী, দুর্বল, সান্ত্বনা না পাওয়া সত্বেও খাড়া থাকিবে। যাহা হওয়ার হউক বলিয়া ঘাড় সম্মুখে পাতিয়া দিবে। ঐশী বিচার ও মীমাংসায় কোন আক্ষেপ করিবে না। কখনও অস্থিরতা প্রদর্শন এবং হাহুতাশ করিবে না, যতক্ষন পর্যন্ত না পরীক্ষার দাবী সমাপ্ত হয়। ইহাই

এস্তেকামত, যদ্বারা খোদাকে পাওয়া যায়। ইহাই সেই জিনিস, এখনও যাহার সৌরভ রসুল, নবী, সিদ্দিক এবং শহীদানের সমাধি মৃত্তিকা হইতে আসিতেছে। ইহারই দিকে আল্লাহ্ জাল্লা শাহ্নহু এই দোওয়ায় ইশারা করিয়াছেন :

اهدنا الصراط المستقيم ٥ صراط الذين انعمت عليهم - (الفاتحة : ٦-٧)

অর্থাৎ, "হে আমাদের খোদা। আমাদিগকে এস্তেকামতের পথ দেখাও। সেই পথ, যে পথে তোমার পুরস্কার ও অনুগ্রহ বিতরণ হয় এবং তুমি সন্তুষ্ট হও।" ইহারই দিকে আরও এক আয়াতে এই ইশারা করেন :

ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين - (الاعراف : ١٢٧)

"খোদা, এই বিপদে আমাদের হৃদয়ে সেই প্রশান্তি অবতীর্ণ কর, যাহার ফলে ধৈর্য জন্মে এবং এমন কর, যেন আমাদের মৃত্যু ইসলামের উপর হয়।" জানা প্রয়োজন যে, দুঃখ ও বিপদের সময় খোদাতায়ালা তাঁহার প্রিয় বান্দাগণের হৃদয়ে এক আলোক অবতীর্ণ করেন, যদ্বারা তাহারা শক্তি লাভ করিয়া অত্যন্ত শান্তভাবে বিপদের সম্মুখীণ হয় এবং তাঁহার পথে তাহাদের পায়ে যে সকল শিকল জড়াইয়া গিয়াছিল, ঈমানের সুধায় উহাদেরকে তাহারা চুম্বন দেয়। যখন খোদা-যুক্ত মানুষের উপর বিপদাবলী অবতীর্ণ হয় এবং মৃত্যুর লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয়, তখন সে আপন দয়াল রবের সহিত অনাবশ্যক বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া প্রার্থনা করে না যে, তাহাকে এই বিপদ হইতে বাঁচান হউক। কারণ তখন স্বাস্থ্যের জন্য দোওয়ায় জোর দেওয়া খোদাতায়ালার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার এবং পূর্ণ ঐক্যের বিরুদ্ধাচরণ করার নামান্তর। বরং সত্যিকার প্রেমিক বিপদ অবতীর্ণ হইলে, আরও সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং এহেন সময়ে প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং প্রাণের মায়াকে বিদায় দিয়া স্বীয় প্রভুর সন্তুষ্টির সম্পূর্ণ তাবেদার হইয়া যায় এবং তাঁহার সন্তুষ্টি ভিক্ষা করে। ইহারই সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন :

ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد ٥ (البقرة ٢٠٨)

অর্থাৎ, "খোদার প্রিয় বান্দা তাহার প্রাণ খোদার পথে বিক্রয় করে এবং উহার পরিবর্তে খোদাতায়ালার সন্তুষ্টি ক্রয় করে। ইহারাই বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র।" বস্তুতঃ, যে এস্তেকামত দ্বারা খোদাকে পাওয়া যায়, উহার রুহ্ ইহাই, যাহা বর্ণিত হইল। যে বুঝিতে চাহে বুঝিয়া লউক।

(অবশিষ্টাংশ ১৪ পৃঃ দ্রঃ)

জুমার খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)

আর্থিক কুরবানীর ময়দানেও জামাতে আহমদীয়া খোদাতায়ালার ফজলে ক্রমাগত সম্মুখপানে আগুয়ান।

জামাত ৭৫—৭৬ইং সনের লাজেমী চাঁদার বাজেটে পূর্ববর্তী সনের বাজেট অপেক্ষা ২০% ভাগেরও বেশী পরিমান মালী কুরবানী পেশ করিয়াছে।

আমাদের উপর খোদাতায়ালার অগণিত ফজল ও অনুগ্রহ যে ধারায় বর্ষিত হইতেছে, উহা প্রমাণ করিতেছে যে, আমাদের কুরবানী সমুহ তাঁহার দৃষ্টিতে কবুলিয়তের মর্যাদাও পাইতেছে।

রবওয়া, ১৪ই মে,— সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অদ্য এক অত্যন্ত ইমান-উদ্দীপক জুমার খোৎবায় বলেন যে, আমার হৃদয় আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসায় এবং তাঁহার প্রেমে এজন্য ভরপুর যে, জামাতে আহ্মদীয়াকে আল্লাহ্তায়ালা যেখানে কুরবানী ও আত্মোসর্গের অন্যান্য ময়দানে উন্নতি করার শক্তি ও সৌভাগ্য দান করিয়াছেন, সেখানে তাহাদের কদম আর্থিক কুরবানীর ময়দানেও সম্মুখের দিকেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং খেলাফতের বয়াতকারী জামাতে আহ্মদীয়া লাজেমী চাঁদার আর্থিক বৎসর শেষান্তে পূর্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা ২০% ভাগেরও বেশী মালী কুরবানী পেশ করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। অধিকন্তু, জামাতের এই নগণ্য কুরবানী সমূহ আল্লাহ্তায়ালার দৃষ্টিতে কবুলও হইতেছে। কেননা উহাদের ফলশ্রুতি হিসাবে তাঁহার বরকত ও রহমত মুষলধারে বৃষ্টির ন্যায় জামাতের উপরে বর্ষিত হইতেছে। ইহা এই কথারই প্রমাণ যে, আল্লাহ্তায়ালা এই জামানায় ইসলামের আধ্যাত্মিক প্রাধান্য বিস্তারের জন্য হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর দ্বারা যে জামাত কায়েম করিয়াছেন, উহা নিশ্চয় ন্যায় ও সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

হুজুর (আইঃ) আজ মসজিদ আকসায় জুমার নামায পড়ান। নামাযের পূর্বে হুজুর যে খোৎবা প্রদান করেন, উহার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে দেওয়া হইল:

হুজুর বলেন যে, খেলাফতের বয়াতকারী জামাতে অহ্মদীয়ার চাঁদার আর্থিক বৎসর যদিও ৩০শে এপ্রিলে শেষ হয়, কিন্তু যেহেতু অনেক বন্ধু তাঁহাদের মাসিক আয় বা বেতন ইত্যাদি মে মাসের গোড়ায় পাইয়া থাকেন সেই জন্য জামাতের এই রীতি চলিয়া আসিতেছে যে, আয় বা আদায়ের দিক দিয়া জামাতের আর্থিক বৎসর ১০ই মে তারিখে শেষ হয় এবং উক্ত তারিখ পর্যন্ত যে পরিমাণ টাকা উসুল বা পরিশোধ করা হয় তাহা বিগত বৎসরে গণ্য হয়।

হুজুর বলেন, অদ্য হইতে দেড় দুই মাস পূর্ব পর্যন্ত আদায়ের দিক হইতে সদর

অঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার (লাযেমী চাঁদা সমূহের) বাজেটে যথেষ্ট পরিমাণ কমি ছিল, কিন্তু আমি বন্ধুদিগকে উহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ছিলাম এবং ইহাও বলিয়াছিলাম যে, যদিও নাযের সাহেব বয়তুল মাল (আয় সংক্রান্ত) সেই জন্য দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা বোধ করিতেছেন কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোনও দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ নাই ; কেননা আমি জানি যে, রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের 'কুওয়াতে কুদসী' (পবিত্র করণশক্তি)-এর ফলে, যাহার পরিধি ও ব্যপ্তি কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত, হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর দ্বারা এই জামানায় যে জামাত ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে কায়েম করা হইয়াছে, সেই জামাতের পিছন হটিয়া যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। উহার কদম তো সর্বাবস্থায় অবশ্যই শুধু সম্মুখ দিকেই অগ্রসর হইয়া চলিয়া যাইবে। সুতরাং আজ আমার হৃদয় এই জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার হাম্‌দ ও প্রশংসা এবং তাঁহার প্রীতি ও ভালবাসায় ভরপুর যে, ১০ই মে ৭৬ইং তারিখে সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার আয়ের বিগত বৎসরের আয়ের সহিত মোকাবেলা করিয়া দেখা গেল যে, ৭৪—৭৫ইং সনের মোকাবেলায় ৭৫—৭৬ইং সনে ২০% ভাগেরও বেশী আয় হইয়াছে। এই হইল জামাতের মুখলেসীনের সেই নমুনা ও দৃষ্টান্ত, যাহা তাহারা অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় আর্থিক কুরবানীর ময়দানেও পেশ করিয়াছে। আল-হাম্‌দুল্লিাহ আলা যালেক।

হুজুর বলেন, আমাদের জামাত খোদাতায়ালার সন্তোষ লাভের জন্য যে সকল কুরবানী পেশ করিতেছে তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার দৃষ্টিতে কবুলও হইতেছে, কেননা উহাদের ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা দেখিতে পাই যে, পূর্ব হইতেও অধিকতরভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও অনুগ্রহরাজী চতুর্দিক হইতে মুষল ধারায় এমন রঙে নাযেল হইতেছে যে, কোন দীনদার ভাব-ধারা সম্পন্ন ব্যক্তি উহার অস্বীকার করিতে পারে না।

হুজুর বলেন, পাকিস্তানে এবং পাকিস্তানের বাহিরে আফ্রিকা, আমেরিকা এবং ইউরোপেও জামাত খোদাতায়ালার ফজলে সর্বদিক দিয়া উন্নতি করিতেছে। বহির্দেশে কয়েকটি নুতন মজজিদও তামীর করা হইতেছে। সুতরাং গোটেনবার্গ (সুইডেন)-এ আমি যে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর রাখিয়াদিলাম, উহা এখন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। মসজিদ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে গিয়া প্রসঙ্গতঃ বলেন যে, প্রকৃত ও সত্যিকার মসজিদ সেই মসজিদগুলিই হইয়া থাকে, যাহাদের মধ্যে মসজিদের প্রকৃত রূহ্‌ সক্রিয় থাকে। মসজিদের সেই রূহ্‌ মিম্বর ও মেহ্‌রাব, মিনারা ও গুম্বজে নিহিত নহে, বরং উহা হইল তাকওয়া (আল্লাহ্‌র ভীতি ও ভালবাসা এবং নিষ্ঠা)। সেই জন্যই রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মদিনা-মুনাওয়ারায় যে মসজিদের ভিত্তি রাখিয়াছিলেন এবং যাহার মধ্যে তিনি

আজীবন নামায পড়িয়াছেন উহাতে যদিও মেহরাব, গুম্বজ ও মিনারা ছিল না, তদসত্ত্বেও উহা সেই পবিত্রতার অধিকারী, যাহার মোকাবেলা দুনিয়ার অন্য কোনও মসজিদ করিতে পারে না।

হুজুর আল্লাহ্‌তায়ালার এই বিশেষ অনুগ্রহের কথাও উল্লেখ করেন যে, দেশের ভিতরেও এবং বহির্দেশেও সাধারণভাবে সত্যকে জানিবার বিপুল আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। উহার ফলে বিপুল সংখ্যক লোকের নিকট সত্য প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে এবং তাঁহারা ইহা গ্রহণ করিতেছেন।

পরিশেষে হুজুর (আইঃ) বলেন, যদিও দুনিয়া এখন পূর্বাপেক্ষাও বেশী আমাদের জামাতকে গালমন্দ দিতেছে এবং উহার দুর্নাম ঘটাইবার চেষ্টায় মাতিয়াছে, কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালাও পূর্বাপেক্ষা অনেক অনেক বেশী তাঁহার ফজল ও অনুগ্রহ জামাতের উপর বর্ষণ করিতেছেন। আমাদের কর্তব্য, আল্লাহ্‌তায়ালা যে পথে আমাদিগকে চালাইয়াছেন অর্থাৎ ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের রাজপথে আমাদের প্রত্যেকটি কাজ ও প্রচেষ্টার গতি সর্বদা যেন প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে। আমরা যেন সজাগ ও সতর্ক থাকিয়া, সূক্ষ্ম দর্শিতার সহিত এবং মুনাফেকগণ যাহারা এলাহী সেলসেলায় নিশ্চয়ই মজুদ থাকে, তাহাদের ছড়ানো ওসওসা ও আপত্তিগুলি হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সম্মুখ পানে আগুয়ান হইতে থাকি, যাহাতে আমরা সেই শুভ দিন নিজ চক্ষে দেখিয়া লই, যখন দুনিয়ায় প্রত্যেকটি মানব-হৃদয় রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্যতার গওয়াহী দেয় এবং প্রত্যেকটি গৃহের উপর ইসলামের পতাকা উত্তোলিত হইতে দেখা যায় এবং মানবজাতি যেন সুখ-শান্তিতে ভরপুর পবিত্র জীবন ভোগ করিতে পারে। আমীন।

(আল-ফজল, ১৫ই মে ১৯৭৬ ইং)

অনুবাদ: **আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ**

(অমৃতবাণীর অবশিষ্টাংশ ১১ পাতার পর)

সপ্তম উপায়, জীবনের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সাধু সঙ্গ এবং তাঁহাদের কামেল নমুনা দর্শন করা। সুতরাং জানিতে হইবে, নবীগণের প্রয়োজনীয়তার মধ্য হইতে এক প্রয়োজন ইহাই যে, মানুষ স্বভাবতঃ পূর্ণ আদর্শের মুখাপেক্ষী। পূর্ণ অদর্শ আগ্রহ বৃদ্ধি করে এবং সাহস বাড়ায়। যে আদর্শের অনুবর্তী হয় না, সে শিথিল এবং পথভ্রষ্ট হয়। ইহার প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালা এই আয়াতে সংকেত দিয়াছেন: (التوبة : ١١٩) ٥ كونوا مع الصادقين (الفاتحة : ٧) ٥ صراط الذين انعمت عليهم অর্থাৎ, "তোমরা তাহাদের সঙ্গ কর, যাহারা সাধু।" "তাহাদের পথ শিক্ষা কর, যাহাদের উপরে তোমাদের পূর্বে অনুগ্রহ করা হইয়াছে।"

(ইসলামী নীতি-দর্শন, বঙ্গানুবাদ পৃঃ ১৫৫-১৫৯)

জুমার খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)

রবওয়া (মসজিদে আকসা) ৭ই মে—

সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) জুমার খোৎবায় প্রথমে সুরা ফাতেহা তাশাহুদ ও তায়াউয পাঠের পর এই আয়াত তেলাওত করেন :

فما اوتيتم من شيء فمتاع الحيوة الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون -

(الشورى : ٣٧)

অতঃপর উক্ত আয়াতের অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও তাৎপর্য পূর্ণ তফসীর বা ব্যাখ্যা করিয়া বলেন : আল্লাহ্তায়ালা বলেন যে, মানুষকে যাহা কিছু দান করা হইয়াছে, উহা যদিও বাহ্যতঃ পার্থিব জীবনের সামগ্রী এবং 'মাতাউল হাইয়াতিদ দুনিয়া' অপেক্ষা উহা বেশী কিছু নহে, তথাপি এই সকল জাগতিক উপকরণ দ্বারাই মানুষের স্বভাবজ ক্ষমতা সমূহে সেই সময়ে এক মহান আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, যখন উহাদের সহিত খোদাতায়ালার হেদায়াত ও স্বর্গীয় কল্যাণ এবং আল্লাহ্র উপর তওক্কল (নির্ভরশীলতা)-কে সংযুক্ত করা হয়। তখন এই জাগতিক বস্তুগুলির রূপ ও মূল্য-বোধ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং সেই সব বস্তু যাহা শুধু পার্থিব জীবনের সামগ্রী হইয়া থাকে, মানুষকে ধরা হইতে স্বর্গে পৌঁছাইয়া দেয় এবং মানুষের স্বর্গীয় কল্যাণহীন ও বরকতবিহীন জীবনকে অত্যন্ত সৌন্দর্য-মণ্ডিত, পছন্দনীয় এবং বরকতপূর্ণ জীবনে পরিণত করে। যখন ঈমান আমাদের বুদ্ধি, মেধা এবং হৃদয়কে ছাইয়া ফেলে এবং আমাদের কর্মজীবনও উহারই ছাঁচে গড়িয়া উঠে, তখন আমাদের খাওয়া, পরা, চলা, ফেরা সব কিছুই পারলৌকিক জীবনের উপকরণ হইয়া যায়। কিন্তু উহার জন্য আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতা (তওক্কাল আলাল্লাহ্) একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহার অর্থ হইল, মানুষ যেন নিজস্ব বলিয়া কোন শক্তি, যোগ্যতা বা কোন নেকী বা পুণ্যের উপর নির্ভর না করে, এবং সব কিছু কর্তব্য পালন করিবার পরও ইহাই মনে করে যে, সে কিছুই করে নাই এবং যাহা কিছু সে পাইয়াছে, তাহা সবই একমাত্র আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ। যখন মানুষ এই মোকাম লাভ করে, তখন তাহার ঈমানের মধ্যে অন্ধকারের মিশ্রণ আর অবশিষ্ট থাকে না। বরং ঐকান্তিকভাবে নূর এবং শুধু নূরই সে লাভ করে। তাহার জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং সে খোদাতায়ালার সন্তোষ ও প্রীতি ভাজন হয়। আল্লাহ্তায়লা আমাদিগের সকলকে এবং আমাদের বংশধরদিগকেও এই ধ্রুব সত্যটি উপলব্ধি করিবার এবং তদনুযায়ী জীবন যাপন করিবার শক্তি ও সৌভাগ্য দিন। আমীন।

(আল-ফজল, ৮ই মে, ১৯৭৬ ইং)

অনুবাদ : আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ

ছোটদের মাহ্‌ফিল

পাদ্রী ও কসাই

একদা ফ্রান্সের দুই পাদ্রী ভ্রমণ করতে করতে রাতের বেলা এসে শহরে পৌঁছলেন। শীত কাল, কোথায় আশ্রয় নিবেন? শেষ কালে এক ঘরের দুয়ারে এসে কড়া নাড়লেন। ঘর থেকে বাইরে এসে গৃহকর্ত্তী বল্‌ল, 'আমরা কোনও প্রকারে স্বামী-স্ত্রী এক কামরায় বসবাস করি। তোমরা এখন রাতের বেলা যাবে কোথায়, এস ঘরের মাঝখানে পর্দ্দা লট্‌কিয়ে দেই, এখানেই একটু কষ্টে-সৃষ্টে রাত্রি যাপন কর।' পাদ্রী দু'জন ঘরে প্রবেশ করলেন। মাঝখানটায় পর্দ্দাও লট্‌কান হল।

তাঁরা বিছানা পেতে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁদের ঘুম আসে না। সঙ্গে ছিল কিছু নগদ টাকা। —'গৃহের মালিক এত সহজেই আমাদিগকে থাকতে দিল। এমনও হতে পারে আমরা ঘুমিয়ে গেলে আমাদের টাকা কেড়ে নিয়ে আমাদেরকে মেরে পিটে বের করে দিতে পারে।' তাই তাঁরা দুজনেই স্থির করলেন, ঘুমাবেন না, কান পেতে সারা রাত জেগে থাকবেন। ওদিকে পর্দ্দার ঐ পাশের কামরায় স্বামী-স্ত্রী দুজন ফিস্‌সিস্ করে কথা বলছে। তারা ছিল কসাই। অতি ক্ষীণ স্বরে বলাবলি করছে: বেচারা পাদ্রী দুজন কোত্থেকে হয়রান হয়ে এসে আমাদের এখানে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের ঘুমে যেন কোন ব্যাঘাত না হয়।

তারা বলতে লাগল: ভোরে উঠেই একটি 'শুয়র জবাই করে দোকানে নিয়ে যেতে হবে। খোয়াড়ে শূয়র আছে মাত্র দু'টা, কোন্‌টাকে জবাই করলে হয়? স্ত্রী বল্ল, আগে মোটাটাকে জবাই করলে হয়। হাল্‌কাটা এখন থাক, আরও কিছু দিন খেয়ে দেয়ে তাজা হওক।' ওদিকে পাদ্রী দুজন ঘুমে নয়, কান জেগে। হঠাৎ করে শুনতে পেল, মোটাটাকে জবাই করা হবে। দুর্ভাগ্য ক্রমে পাদ্রীদের একজন ছিল মোটা, আর একজন ছিল হালকা পাতলা।

তাঁরা কসাই স্বামী স্ত্রীর অন্য কথা শুনতে পারেন নাই। যেই মাত্র শুনতে পেলেন, 'মোটাকে জবেহ্ করে ফেলবে' তখনই তাঁদের কান খাড়া —'যা ভেবেছিলাম, ঠিক' এখন ঘরের চারিদিকে নজর উঠিয়ে দেখা গেল, একটি মাত্র জানালা খোলা, আর সব দুয়ার তালাবদ্ধ। পাদ্রী দুজন পালাই পালাই করে জানালার কাছে গিয়ে আচ্ছা করে দিল এক লম্ফ। মোটা পাদ্রী পড়ে গিয়ে পায়ে আঘাত পেয়ে অচল। পাতলা পাদ্রী বল্ল, কোনও রকমে পালিয়ে থেকে 'জানটা' বাঁচাও, আমি যেয়ে পুলিশ ডেকে আনি।

মোটা পাদ্রী ভয়ে জড়ষড় হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যেয়ে শূয়রের খোয়াড়ের কোনে পড়ল। শূয়র দু'টি ভয় পেয়ে দৌড়ে বাইরে পালিয়ে গেল। ঘরের মালিক লম্বা ধারাল ছুরি হাতে

নিয়ে ভোর না হ'তেই শূয়রের খোয়াড়ের দ্বারে খাড়া। শূয়র কোথায়! দেখল, এক ফেরেস্তা খোয়াড় হ'তে বেরিয়ে আসছে। ওদিকে পাদ্রী দেখল, তাইত! আর ত বাঁচবার কোনও উপায় নাই। তাই একটু অগ্রসর হয়ে জানু পেতে জোড় হাতে কসাইয়ের সামনে বসে শেষ বারের মত গদগদ হয়ে বলছে, 'হুজুর আমি একজন পাদ্রী, আমি ত কোনও অপরাধ করি নি, খোদার ওয়াস্তে আমার উপর রহম করুন। আমাকে বাঁচতে দিন।' অপর পক্ষে কসাই বেটাও ভয়ে জড়সড় হয়ে হাতজোড় করে ফেরেস্তাকে লক্ষ্য করে বলছে, 'হুজুর, আমি একজন গোনাহ্‌কার বান্দা, খোদার ওয়াস্তে আমার উপর রহম করুন। আর কিছু দিন বাঁচতে দিন। তাহলেই আমি কিছু নেকী কামাই করে পরকালের জন্য তৈয়ার হব। দয়া করুন, রহম করুন।'

ভোরের আব-ছায়াতে এই দৃশ্য ঘটছে। কেউ-কা কে চিনতে পারছেনা। ভয়ে কারও মিনতি কেউ বুঝতেও পারছে না। কসাই পাদ্রীর প্রতি হাত জোড় করে, পাদ্রীও কসাইয়ের প্রতি হাত জোড় করে। উভয়ই উভয়ের কাছে প্রাণ ভিখারী!! ঠিক সেই মুহূর্তে দুব্‌লা পাদ্রী পুলীশ ফোর্স নিয়ে উপস্থিত। বেলা তখন এক প্রহর। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চিনতে পেরে অবাক। সবাই তখন প্রকৃত ঘটনা শুনে হাসির তুবড়ী উড়াল।

(হযরত মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-এর "সয়রে রুহানী" পুস্তক থেকে)

—চৌধুরী আবদুল মতিন

বিভাগীয় ইজতেমা

স্থান ঃ চট্টগ্রাম আঞ্জুমান

চট্টগ্রাম বিভাগের ৫ম বিভাগীয় ইজতেমা আগামী মাসের ৫ই জুন নামাজ এশা ৮ ঘটিকা হইতে আরম্ভ হইয়া ৬ই জুন নামাজ এশা পর্যন্ত চলিবে। ইনশাআল্লাহ্ তায়ালা।

চট্টগ্রাম বিভাগের সমস্ত মজলিশের কায়েদগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাহারা যেন স্ব স্ব মজলিসের বেশী বেশী খোদ্দাম ও আতফালকে সঙ্গে করিয়া অবশ্যই এই ইজতেমায় সামিল হন। উল্লেখ থাকে যে এই ইজতেমায় মহতরাম আমীর সাহেব (বাঃ আঃ আঃ) তশরীফ আনয়ন করিবেন। এজতেমা শেষে কায়েদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাআল্লাহ্‌তায়ালা।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় ইজতেমায় বাংলাদেশের অন্যান্য সমস্ত মজলিস সমূহের কায়েদ, খোদ্দাম এবং আতাফালকেও যোগদান করার জন্য সাদরে আমন্ত্রণ জানানো যাইতেছে।

আহবায়ক—বিভাগীয় কায়েদ
খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া, চট্টগ্রাম।

সপ্তাহ ব্যাপী তালিম-তরবিয়াতী ক্লাশ বিশেষ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তা'লার অপার অনুগ্রহে বিগত ২১ শে মে হইতে ২৮ শে মে পর্যন্ত বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া কর্তৃক আয়োজিত তালিম-তরবীয়তী ক্লাশ ঢাকাস্থ দারুত-তবলীগে বিশেষ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে (আলহামদু লিল্লাহ্)। ২১ শে মে শুক্রবার জুমার নামাজের পর এই তালিম-তরবীয়তী ক্লাশের উদ্বোধন করা হয় পবিত্র কুরআন তেলাওত ও দোওয়ার মাধ্যমে। অতঃপর সমবেতভাবে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার 'আহাদ নামা পাঠ করা হয়। 'আহাদ' পাঠের পর এক প্রাণবন্ত উদ্বোধনী ভাষন দান করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার আমীর মোহতারম মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব।

মোহতারম জনাব আমীর সাহেব তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে তালিম ও তরবীয়তের গুরুত্ব কত বেশী তাহা সমাগত আনসার খোদ্দাম ও আতফাল ভাইদের সম্মুখে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় তুলিয়া ধরেন। তিনি বলেন যে, 'এলেম' বা জ্ঞান যদি সহি না হয় তাহা হইলে মানুষের মধ্যে সত্যিকার পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে না। জ্ঞানানুশীলনের সংগে সংগে তরবীয়তী প্রশিক্ষণের গুরুত্বও অপরিসীম। তিনি পবিত্র কোরআনের আয়াত 'কুনতুম খায়রা উম্মাতেন উখ্‌রেজাত লিন্নাস' উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে আল্লাহ্‌তা'লা মুসলমানদের সর্বোত্তম গুণের অধিকারী তথা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপেই উত্থিত করিয়াছেন। সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা ও তরবীয়ত হইতে দূরে চলিয়া যাওয়ার জন্য মুসলমানগণ বহু দিক দিয়া পাশ্চাত্যের অন্যান্য জাতির পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। পুনরায় ইসলামী আকায়েদ, ইসলামী শিক্ষা ও তরবীয়তী ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলমান জাতিকে উৎকৃষ্ট জাতিতে পরিণত করিবার জন্য হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ (আঃ)-এর আবির্ভাব হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে আহমদীয়া জামাত শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রচার ও আভ্যন্তরীণ তরবীয়তী ব্যবস্থার দিকে যথাশক্তি কোরবানী পেশ করিতেছে। এই উদ্দেশ্যে আহমদীয়া জামাতের অন্যান্য কার্যক্রমসহ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং জামাতের অন্যান্য তরবিয়তী নেযাম কর্তৃক যে সকল কার্যসূচী গ্রহণ করা হয় সেইগুলি অত্যন্ত জরুরী, এবং এই ধরণের প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলেরই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা উচিৎ। তিনি স্থানীয় ঢাকা জামাত ও মজলিসের অভিভাবকসহ খোদ্দাম ও আফালকে বিশেষভাবে এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে

অনুরোধ করেন এবং সেই জন্য মজলিসের কর্মকর্তাদিগকে তৎপর হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ মজলিসের নায়েব সদর জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব এবং নাজেম তালীম জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঞা সাহেব তালিম-তরবিয়তী ক্লাশের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অতঃপর পূর্ব নির্ধারিত প্রাত্যহিক কার্যসূচী অনুযায়ী ক্লাশের কাজ শুরু করা হয়।

প্রাত্যহিক কার্যসূচীর মধ্যে তাহাজ্জুদ এবং পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাযসহ রাত্রি ৩-৩০ মিনিট হইতে দুপুর ১২টা পর্যন্ত, বিকাল ২-৩০ মিঃ হইতে ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত এবং সন্ধ্যা ৭ টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষামূলক তরবিয়তী কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোর নাম :—(১) তালিমুল কোরআন ক্লাশ, (২) সুরা ফাতেহার তফ্‌সির, (৩) উর্দু ও আরবী ভাষা সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান, (৪) হাদীস শিক্ষার ক্লাশ, (৫) তবলিগি মসায়েল—হযরত ঈসা (আঃ)-এর ওফাত এবং খতমে নবুয়ত সংক্রান্ত আলোচনা, (৬) 'ইসলামী ইবাদত' পুস্তক হইতে কলেমা ও নামায শিক্ষার ক্লাশ, (৭) হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা সম্বন্ধে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের প্রমাণ এবং তাঁহার নিজ জীবনের ঘটনাবলী, (৮) সহীভাবে কোরআন পড়িতে শেখার ক্লাশ, (৯) মালফুজাতের দরস ও মসনুন দোয়া, (১০) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জীবনের ঘটনাবলীর উপর তরবিয়তী বক্তৃতা, (১১) প্রশ্ন উত্তর ক্লাশ, (১২) খেলাধূলা, ইত্যাদি।

প্রত্যহ একই সময়ে উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। যাঁহারা ক্লাশ পরিচালনা করিয়াছেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন মোহতারম জনাব আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঃ আঃ, মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মৌলবী সলিমুল্লাহ সাহেব, মৌলবী নূরুদ্দীন আক্রাদ সাহেব, জনাব আলী কাসেম খান চৌধুরী সাহেব, জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব, ব্যারিষ্টার সামছুর রহমান সাহেব, জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঞা, এবং শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব জনাব মোহম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব। জনাব মৌঃ আহ্‌মাদুর রহমান সাহেব অত্যন্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতার সহিত সপ্তাহব্যাপী সকলের খাওয়ার সুবন্দবস্ত করেন। আল্লাহ্‌তায়ালা সকলকেই বিশেষভাবে পুরস্কৃত করুন। আমীন।

তালিম তরবিয়তী কোর্সের শেষাংশে ধর্মীয় জ্ঞানের পরীক্ষা লওয়া হয় (সর্বমোট ৩০০ নম্বর) এবং খোদার ফজলে উক্ত পরীক্ষায় পাশের হার খুবই উত্তম ছিল (%)। তিনটি গ্রুপের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী নিম্নোক্ত মোট ৯ জন খোদ্দাম ও আতফালকে সমাপ্তি অধিবেশণে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা যয়।

ইহা ছাড়া আরো কয়েকটি বিষয়ে পুরস্কার ঘোষণা করা হয় এবং যে সকল অংশ গ্রহণকারী পরীক্ষায় কমপক্ষে পাশ নম্বর পাইয়াছেন তাহাদিগকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, এই ক্লাশে বাংলাদেশের বিভিন্ন মজলিস হইতে ৯০ জন আতফাল ও খোদ্দাম অংশ গ্রহণ করেন। উহাদের মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়নগঞ্জ, তেজগাঁও, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কুমিল্লা,, আহ্‌মদ নগর এবং খুলনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২৮শে মে শুক্রবার জুমার নামাজের পর সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌দীয়ার নায়েব আমীর জনাব ডঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। তিনি তাঁহার সমাপ্তি ভাষণে ছাত্রদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে, এখানে কয়েকদিনে যে শিক্ষা ও তরবিয়ত আপনারা পাইয়াছেন, নিজেদের জীবনে উহার বিকাশ সাধনে এবং উক্ত প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখিতে যত্নবান থাকিবেন। অতঃপর যাহারা এই তালিম-তরবিয়তী ক্লাশে ছাত্র হিসাবে যোগদান করিয়াছেন ও যাঁহারা বিভিন্নভাবে উক্ত ক্লাশ পরিচালনায় সহযোগিতা করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের জন্য এবং ইসলামের আধ্যাত্মিক বিজয়ের জন্য খাসভাবে দোয়া করার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

কেন্দ্রীয় তা'লীম তরবীয়তি ক্লাশ ১৯৭৬

পুরস্কার প্রাপ্তির তালিকা

ধর্মীয় জ্ঞানের লিখিত পরীক্ষা

ক্রমিক নং	স্থান	নাম
"ক" শাখা		
১।	প্রথম : (ক)	মুবাশ্বেরুর রহমান (ঢাকা)
	(খ)	আবদুল লতিফ খান (তেজগাঁ)
২।	দ্বিতয় :	আবদুল জলিল (ঢাকা)
৩।	তৃতীয় :	মোঃ ফজল-ই-ইলাহী (তেজগাঁ)
"খ" শাখা		
১।	প্রথম :	মোঃ ওয়াসিকুর রহমান (খুলনা)
২।	দ্বিতীয় :	গোলাম কাদের আহ্‌মদ (বিঃ বাড়িয়া)
৩।	তৃতীয় : (ক)	কাইসারুল হক (ঢাকা)
	(খ)	মোঃ শফিক আহমদ (চট্টগ্রাম)
"গ" শাখা		
১।	প্রথম : (ক)	মোঃ আবদুল মতিন (কুমিল্লা)
	(খ)	জহির আহমদ (বি, বাড়িয়া)
২।	দ্বিতীয় :	কামরুল হাসান (চট্টগ্রাম)
৩।	তৃতীয় :	মোঃ আবুল কাসেম (কুমিল্লা)

ইতালীসহ ৬টি দেশে ভূমিকম্প

গত ৬ই মে, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে ইতালীসহ ইয়োরোপের ৬টি দেশে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। সর্বাপেক্ষা বেশী ধ্বংস সাধিত হইয়াছে ইতালীর উত্তরাঞ্চলে। সড়ক, রেলরাস্তা এবং টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সহস্র সহস্র লোক গৃহহারা হইয়াছে। প্রায় অট সহস্র লোক নিখোজ হইয়াছে। এক রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, গ্রামগুলি ধরা পৃষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। রিচার স্কেলে এই ভূমিকম্পের পরিমাণ ছিল ৬.৫ পায়েন্ট এই ভূমিকম্প ইতালী সহ সমগ্র মধ্য এবং দক্ষিণ ইয়োরোপ জুড়িয়া সংঘটিত হয়। বলা হয় যে, ইয়োরোপের ইতালী, গ্রীক ও তুরস্ক হইয়া একটি ভূমিকম্পের বেল্ট বা এলাকা ইরান হইয়া মধ্য এশিয়া ছড়াইয়া গিয়াছে। এই এলাকায় বর্তমান শতাব্দীতে সংঘটিত কয়েকটি ভূমিকম্পে সহস্র সহস্র লোক নিহত হইয়াছে। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসেও এক প্রবল ভূমিকম্পে তুরস্কে প্রায় আড়াই হাজার লোক মারা গিয়াছে। ১৯৬৮ সালে যুগোশ্লাভিয়ার স্কোপনি শহরে সংঘটিত এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে এক হাজারেরও অধিক লোক প্রাণ হারায়। ইতালীতে গত কয়েক বছর ধরিয়া বার বার ভূমিকম্প হইতেছে। ১৯৬৮ সালে হাজার হাজার সিসিলিবাসী গৃহহারা হয়। ১৯৭১ সালে দুই বার ভূমিকম্পে অনেক লোক নিহত হয়। ইতালীতে মৃদু ও মাঝারী ধরণের ভূমিকম্প প্রায়ই সংঘটিত হইতেছে। ৬ তারিখের ভূমিকম্পের পর ৯ই মে তারিখে ইতালীতে আবার এক তীব্র ভূমিকম্প হইয়াছে। এই ভূমিকম্পেও যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই নতুন ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৫ এবং ইহার পরিধি ছিল ৯২৫ মাইল ব্যাপী বিস্তৃত। এই নতুন তীব্র ভূমিকম্প ছিল ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ৪২তম ভূকম্পন।

এই সকল ভূমিকম্পের ফলে এই অঞ্চলের বিশেষতঃ ইউদাইন এলাকার বিশাল আবাদী ফার্ম সমূহ ধ্বংস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ১১ই মে তারিখে ইতালীতে পুনরায় এক তীব্র ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পে উত্তর ইতালীর ইউদাইন এলাকার বাকী দালান-কোঠাগুলিও বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ভূমিকম্পের পর প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুন ইতালীতে বন্যাও দেখা দেয়। ফলে, দরুণ দুর্গত মানুষের কষ্ট আরও বাড়িয়া যায়।

মধ্য এশিয়ায় ভূমিকম্প ও বন্যা

২৬ মে তারিখে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প সংঘটিত হইয়াছে সোভিয়েত মধ্য এশিয়ায়। এই ভূমিকম্পের পরিমাণ ছিল ৮ হইতে ৯ পয়েন্ট। সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত শহর হইতেছে গাজলী। মস্কো রেডিওর বরাত দিয়া রয়টার জানাইয়াছে যে, এই ভূমিকম্পে ভয়ংকর ধ্বংস সাধিত হইয়াছে। এবং ইহার এলাকাকে বিশাল এলাকা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাসখন্দে এই ভূকম্পনের মাত্রা ছিল ৫ পয়েন্ট। সোভিয়েত সংবাদপত্র দৈনিক প্রাভদায়

বলা হয় যে, ১৬ই মে রবিবার দিবাগত রাত্রে কিজিলকাম মরুভূমি এলাকায় আবার তীব্র ভূমিকম্প হইয়াছে। প্রাভদা বলিয়াছে, প্রথম ভূমিকম্পে বোখারার নিকটস্থ গাজলী শহর সাংঘাতিকরূপে ধ্বংস গ্রস্ত শহরগুলির মধ্যে অন্যতম। ইহাতে বোখারার বহু পুরাতন দালান কোঠা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। মস্কো রেডিও বলিয়াছে, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিয়ায় ভূমিকম্পের পর আকস্মিকভাবে বন্যা দেখা দিয়াছে। প্রথমে বলা হয় যে, গাজলী শহরের লোক সংখ্যা ৮ হাজার। পরে বলা হয়—তাসখন্দ হইতে ২৪০ মাইল দূরবর্তী গাজলী শহরে ১০ হাজারেরও অধিক লোক গৃহহারা হইয়াছে। বুখারাতে বহু ঘর বাড়ী, সরকারী অফিস-ভবন এবং ফ্যাক্টরী ধ্বংস হইয়াছে। প্রথমে মৃতের সংখ্যা 'কতিপয়' বলিয়া পরে বলা হইয়াছে ছয়।

উল্লেখ্য যে, সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার এই ভূমিকম্পের পরিমাণ ছিল ৮—৯ পয়েন্ট। ইহাতে ভয়ঙ্কর ধ্বংস সাধিত হয়।

(বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা হইতে সংকলিত)

—শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

যুগ-নূহের প্রলয় সতর্কবাণী

"হে ইউরোপ, তুমিও নিরাপদ নহ! হে এশিয়া তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসিগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না।

আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনমানব শূন্য পাইতেছি। সেই এক এবং অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিবেন।

যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিবে, লূতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে।

খোদা শান্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নহে, কীট; তাঁহাকে যে ভয় করে না, সে জীবিত নহে, মৃত।"

(হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) প্রণীত গ্রন্থ হকীকাতুল ওহী, ১৯০৬ ইসাব্দে)

জাগরণ

মূল : হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

ঘুমন্ত সব শীঘ্র জাগ,
স্বপ্ন দেখার সময় নয়,
খোদার ওহীর বার্তা শুনে
কাঁপছে সদা মোর হৃদয়।
ভূকম্পনে দেখছি আমি
হচ্ছে জমিন উপর নিচ,
জল প্লাবনও আসছে দেখ,
সয়ম অতি সন্নিকট।
পূণ্যবানের মৌলা আছে,
পথের মোড়ে বিদ্যমান,
ঘুর্ণিপাকেও ভয় হবেনা,
হবে যারা পূণ্যবান।
এ বিপদ হতে বাঁচাইতে পারে,
এমন কোন নাই তরী,
নিষ্ফল হবে সব প্রচেষ্টা,
সম্বল তৌবা গ্রহণকারী।

অনুবাদ : মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ্

খেলাফত দিবস উদ্‌যাপিত

ঢাকা ঃ

ঢাকা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে ২৮শে মে তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমা মহান খেলাফত দিবস উদ্‌যাপিত হয়। কুরআন মজীদ ও হাদীসে-রসুল (সাঃ) অনুযায়ী নবুওতের পথেএই খেলাফত আল্লাহ্‌তায়ালার ওয়াদা মোতাবেক সৎকর্মশীল মোমেনদের মধ্যে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় হযরত ইমাম মাহদী মসীহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর এন্তেকালের পর ২৭ শে মে ১৯০৮ সালে।

সপ্তাহকলব্যাপী তালিম ও তরবীয়তি ক্লাশ চলিতেছিল জন্য এবারে এই মহান দিবসের অনুষ্ঠান ২৮ শে মে তারিখে করা হয়। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা জামাতের আমীর জনাব মৌলবী মকবুল আহমদ খান সাহেব। বক্তৃতা করেন জনাব মৌলবী মোস্তফা আলী, জনাব মৌঃ ওবায়দুর রহমান ভুঞা এবং জনাব মওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুবী। সভাশেষে সমাপ্তি ভাষণ ও দোওয়ার মাধ্যমে সভার কার্য শেষ করেন সভাপতি সাহেব।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ঃ

বিগত ২৭শে মে রোজ বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে খেলাফত দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালন করা হয়। বিকাল ৪টা হইতে মগরীব পর্যন্ত স্থায়ী সভায় খেলাফতের বরকত, ইসলাম ও খেলাফত এবং খেলাফতের প্রয়োজনীয়তার উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন যথাক্রমে ডাঃ আনোয়ার হোসেন সাহেব, মৌলানা এজাজ আহ্‌মেদী সদর মুরুব্বী সাহেব ও জনাব গোলাম ছামদানী খাদেম সাহেব এডভোকেট। জমাতের প্রায় শতাধিক ভ্রাতা ও ভগ্নী উক্ত গুরুত্বপূর্ণ বাবরকত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

তেজগাও লাজনা এমাউল্লাহ্‌র উদ্যোগে মাসিক সভা

২৫ শে মে বেলা সাড়ে তিন ঘটিকায় তেজগাঁ লাজনা এমাউল্লাহ্‌র মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নাখাল পাড়া হইতেও একাধিক ভগ্নী যোগদান করেন।

সভাকার্য পরিচালনা করেন বেগম মাসুদা সামাদ সাহেবা, সেক্রেটারী, বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ্‌। প্রথমে কুরআন পাক তেলাওয়াত করেন বেগম আফরুজা। অতঃপর উর্দ্দু নজম শুনান তহুরা হক। বাংলা নজম শুনান সাইদা পারভীন ও রুহী। সৎস্বভাব সম্বন্ধে হাদীস হইতে পড়িয়া শুনান বেগম রাবেয়া লতিফ। অতঃপর হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর ইসলামের নীতি দর্শন পুস্তক হইতে পড়িয়া শুনান বেগম লায়লা রহমান। তারপর হযরত খলিফা সালেস (আইঃ)-এর খুৎবা পাঠ করিয়া শুনান দিলারা বেগম। তারপর তালিম ও তরবীয়ৎ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন বেগম মাসুদা সামাদ সাহেবা।

ভুল সংশোধন ঃ

বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত তেজগাঁ মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র বার্ষিক এজতেমার রিপোর্টে ভুল বশতঃ নিম্নলিখিত কথাটি বাদ পড়িয়া গিয়াছে : "ওহোদের যুদ্ধে আমাদের জন্য শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব ভিজির আলী সাহেব।"

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জমায়াতের সামনে দোয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল :

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৮০ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করুন।

(৩) কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিউঁ ওয়া আলে মুহাম্মাদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র ও নির্দোস এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি জামবিউঁ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমাদের রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবেলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমারা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবেলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।". —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট তিনি উত্তম কার্যনির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু ইয়া আজিজু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্‌ফাজনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, "হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব, প্রত্যেক জিনিষ তোমার অনুগত সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইমুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬ ৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar